Closing Session of 14th Annual District Convention 2010 of Lions Clubs International, Bangladesh

তারিখঃ ০১ মে, ২০১০; সন্ধ্যা ৭-৩০টা
স্থানঃ হোটেল সোনারগাঁও, ঢাকা

ড. আতিউর রহমান, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর ভাষণ
প্রধান অতিথি

সম্মানিত জেলা গভর্নর লায়ন ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ফজলুল হক, অতীত ও বর্তমান লায়ন নেতৃবৃন্দ, প্রতিনিধি ও তাঁদের পরিবারবর্গ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ-আচ্ছালামুআলাইকুম/ শুভ সন্ধ্যা।

বিশ্ব শ্রমিক দিবসে জন হেনরিসহ শহীদ শ্রমিকদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার কথা শুরু করছি।

- ‘we serve’ এই আদর্শকে সামনে রেখে ১৯১৭ সালে Melvin Jones কর্তৃক সূচীত হয় Lions Clubs International এর শুভ যাত্রা। এটা পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর ২০৫টি দেশের ভৌগলিক অবস্থানে ৪৫ হাজার ক্লাবের মাধ্যমে ১.৩ মিলিয়ন সদস্যের কাছে পৌঁছে গেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সংগঠনটি সারা বিশ্বের দুর্গত মানুষকে তাদের প্রয়োজনে নানামাত্রিক মানবিক সেবা ও সুবিধা প্রদান করে আসছে।

- সময়ের বিবর্তনে লায়নদের সেবার পরিধিতে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী, শিশু অধিকার, স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সচেতনা সৃষ্টি, দন্ত চিকিৎসা, এতিমদের মাঝে খাদ্য বিতরণ, গৃহহীন শিশুদের পুনর্বাসন, বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী, আর্তমানবতার সেবায় দুর্গত মানুষের ত্রাণ সহায়তাসহ সেবামূলক কর্মে লায়ন্স ক্লাব সম্পৃক্ত রয়েছে।

- পৃথিবীর সামর্থশালী মানুষদের আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসার মহান সংগঠন হলো লায়ন্স ক্লাব। ভাবতে খুবই স্বস্তি লাগে যে, লায়নরা তাদের সম্পদের একটা অংশ দুঃখী মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান। জনসেবার মাধ্যমে তাঁরা ধনী গরীব সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে সৃষ্টি করেন বিশ্বমানবতা ও ভালবাসার এক অকৃত্রিম বন্ধন। তবে এই সেবা প্রদানের উদ্যোগকে আরো দক্ষতার সঙ্গে সুপরিকল্পিতভাবে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে রূপান্তরের সুযোগ রয়েছে।

- পল্লিনির্ভর স্বদেশী উন্নয়ন কৌশলের একজন সেবক হিসেবে লায়নদের **‘‘সেবার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শ্লোগানে ’’** আমি অবশ্যই সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারি। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে দারিদ্র্য বিমোচনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন-

- আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি নয় বরং সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করতে হবে;
- কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি, কৃষকদের আর্থিক অবস্থার প্রকৃত উন্নয়ন, সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ এবং জনসম্প্রদায়ভিত্তিক (community-based) প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে;
- বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তন, কৃষকের ব্যাংক স্থাপন করতে হবে;
- শুধু কৃষি উন্নয়নই নয়, গ্রামীণ শিল্পেরও সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে;
- পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়নে দৃষ্টি দিতে হবে; সীমাহীন লোভ সংবরণ করে প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে হবে।
- সামাজিক পুঁজির উত্থানের মধ্যে দিয়ে আত্মশক্তির উদ্বোধন ও ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে নিজের পায়ের ওপর ভর করতে হবে। তাঁর সকল চিন্তার ভেতর মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখার বিষয়টিই ছিল মূখ্য। সেই মানুষকে ভরসার পরিবেশ দিতে পারলেই তার অভাব ঘুচে যাবে।

তাঁর মতে, ‘‘ সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন্ দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব। এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ; যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন ’’।

- দার্শনিক ও সমাজচিন্তক রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ‘‘দারিদ্র্যের মোকাবেলা না করতে পারলে উন্নয়নের সকল উদ্যোগ ভেস্তে যাবে।’’ একা মানুষ বড়ই দুর্বল। সে জন্যই তিনি মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে বলতেন। পতিসরের ১২৫ টি গ্রামের প্রায় ৬০-৭০ হাজার মানুষকে নিয়ে ‘হিতৈষী সভা’ গঠন করেছিলেন। এই হিতৈষী সভা যে তহবিল গঠন করেছিল তা দিয়ে স্কুল, হাসপাতাল ও নানা জনহিতকর কার্য সম্পাদন করা হতো। এমনকি পতিসরে সমবায় ভিত্তিতে চালের কলও স্থাপন করেন। তিনি কর্মে বিশ্বাস করতেন। স্বদেশকে জানা এবং তার উন্নয়নে আত্মনিয়োগের জন্যে একত্রিত হতে বলেছেন। তিনি বলতেন, ‘‘দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি। ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়।’’ লায়ন্স ক্লাবও ইচ্ছে করলে আরো সৃজনশীল প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিয়ে নানামাত্রিক দেশ হিতৈষী কর্মকান্ডের প্রসার ঘটাতে পারে।

- দারিদ্র্য নিরসনে রবীন্দ্র ভাবনার ফসল ঘরে তুলতে এ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও পিছিয়ে নেই। চলতি বছরে রেকর্ড পরিমাণ কৃষি ও এসএমই খাতে ঋণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সঞ্চালন, কৃষকদের ১০/- টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ দান। মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার মাধ্যমে সুচিন্তিত এসএমই গাইড লাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, এসএমই, বর্গাচাষী ও পাট চাষীদের জন্যও বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালুসহ এ সকল খাতে উন্নয়নের যাত্রায় রোড শো’র মাধ্যমে বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। গরীববান্ধব, জনহিতৈষী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধ পরিকর। ব্যাংকগুলোকেও তাদের CSR কর্মকান্ডকে আরো focused এবং উৎপাদনশীল করার পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। মানুষের কাছে আরো দ্রুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেবার জন্যে পুরো ব্যাংকিং খাতকে অটোমেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। ই-ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য পূরণে সর্বাত্মক নীতি সহযোগিতা দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিরন্তর প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবার প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। মোবাইল ব্যাংকিংসহ ই-কমার্সের নানা সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে।

- লায়নগণ, বার্ষিক জেলা সম্মলনের মাধ্যমে বিগত দু’দিনে আমি অবশ্যই আশা করতে পারি আপনাদের পরস্পরের চিন্তা-চেতনা ও মত বিনিময়ের সাথে সাথে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ভীষণভাবে সুদৃঢ় হয়েছে। লায়ন বন্ধুগণ, জমিদারপুত্র জমিদারগিরিতে এসে রবীন্দ্রানাথ বলেছিলেন। ‘‘আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে-মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখ-দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্য কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছট্‌ফট্‌ করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত কেবল বণিক-বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয়। ” সুতরাং, কোনো ভূমিকা না করেই যে দৃঢ়চিত্ত ও আশা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি-নির্ধারক দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে ফিরছেন সেই দেশের দারিদ্র্য নিরসনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সকল প্রকৃত কর্মী ও দেশপ্রেমিক মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে, লায়নগণ আপনাদেরকেও আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই। অবশ্যি, আপনারা এরই মধ্যে এ লক্ষ্যে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন। আসুন, আমরা সকলে মিলে দারিদ্র্য নামক সভ্যতার কলঙ্ক থেকে আমাদের স্বদেশকে পুরোপুরি উদ্ধার করি। এ লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারলে জয় আমাদের হবেই।

আজ যারা নতুন দায়িত্ব নিলেন তাদের জানাই অভিনন্দন। যারা সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষ করলেন তাদেরও জানাই ধন্যবাদ।

সুধীবৃন্দ, সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।